পঞ্চবিংশ পরিচ্ছেদ

আদ্যাশক্তির উপাসনাতেই ব্রহ্ম-উপাসনা -- ব্রহ্ম ও শক্তি অভেদ

[*Identity of God the Absolute and God the Creator. Preserver and Destroyer*]

ঈশান ভাটপাড়ায় গায়ত্রীর পুরশ্চরণ করিবেন। গায়ত্রী ব্রহ্মমন্ত্র। একেবারে বিষয়বুদ্ধি না গেলে ব্রহ্মজ্ঞান হয় না। কিন্তু কলিতে অন্নগত প্রাণ -- বিষয়বুদ্ধি যায় না! রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ, শব্দ -- মন এই সব বিষয়[1] লয়ে সর্বদাই থাকে তাই ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ বলেন, কলিতে বেদমত চলে না। যিনিই ব্রহ্ম তিনিই শক্তি। শক্তির উপাসনা করিলেই ব্রহ্মের উপাসনা হয়। যখন সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয় করেন তখন তাঁকে শক্তি বলে। দুটা আলাদা জিনিস নয়। একই জিনিস।

[*The quest of the Absolute and Ishan. The Vedantic position. "I am He" -- সোঽহম্*]

শ্রীরামকৃষ্ণ (ঈশানের প্রতি) -- কেন নেতি নেতি করে বেড়াচ্ছ? ব্রহ্ম সম্বন্ধে কিছুই বলা যায় না, কেবল বলা যায় "অস্তি মাত্রম্"।[2] কেবলঃ রামঃ।

"আমরা যা কিছু দেখছি, চিন্তা করছি, সবই সেই আদ্যাশক্তির, সেই চিচ্ছক্তির ঐশ্বর্য -- সৃষ্টি, পালন, সংহার; জীবজগৎ; আবার ধ্যান, ধ্যাতা, ভক্তি, প্রেম -- সব তাঁর ঐশ্বর্য।

"কিন্তু ব্রহ্ম আর শক্তি অভেদ। লঙ্কা থেকে ফিরে আসবার পর হনুমান রামকে স্তব করছেন; বলছেন, হে রাম, তুমিই পরব্রহ্ম, আর সীতা তোমার শক্তি। কিন্তু তোমরা দুজনে অভেদ। যেমন সর্প ও তার তির্যগ্গতি -- সাপের মতো গতি ভাবতে গেলেই সাপকে ভাবতে হবে; আর সাপকে ভাবলেই সাপের গতি ভাবতে হয়। দুগ্ধ ভাবলেই দুধের বর্ণ ভাবতে হয়, ধবলত্ব। দুধের মতো সাদা অর্থাৎ ধবলত্ব ভাবতে গেলেই দুধকে ভাবতে হয়। জলের হিমশক্তি ভাবলেই জলকে ভাবতে হয়, আবার জলকে ভাবলেই জলের হিমশক্তিকে ভাবতে হয়।

"এই আদ্যাশক্তি বা মহামায়া ব্রহ্মকে আবরণ করে রেখেছে। আবরণ গেলেই 'যা ছিলুম', 'তাই হলুম'। 'আমিই তুমি' 'তুমিই আমি'!

"যতক্ষণ আবরণ রয়েছে, ততক্ষণ বেদান্তবাদীদের সোঽহম্ অর্থাৎ 'আমিই সেই পরব্রহ্ম' এ-কথা ঠিক খাটে না। জলেরই তরঙ্গ, তরঙ্গের কিছু জল নয়। যতক্ষণ আবরণ রয়েছে ততক্ষণ মা -- মা বলে ডাকা ভাল। তুমি মা, আমি তোমার সন্তান; তুমি প্রভু, আমি তোমার দাস। সেব্য-সেবক ভাবই ভাল। এই দাসভাব থেকে আবার সব ভাব আসে -- শান্ত, সখ্য প্রভৃতি। মনিব যদি দাসকে ভালবাসে, তাহলে আবার তাকে বলে, আয়, আমার কাছে বস;

---

[1] ক্লেশোঽধিকতরস্তেষামব্যক্তাসক্তচেতসাম্।
অব্যক্তা হি গতির্দুঃখং দেহবদ্ভিরবাপ্যতে ॥ [গীতা, ১২।৫]

[2] নৈব বাচা ন মনসা প্রাপ্তুং শক্যো ন চক্ষুষা।
অস্তীত্যেবোপলব্ধস্য তত্ত্বভাবঃ প্রসীদতি ॥ [কঠোপনিষদ্ ২।৩ -- ১২, ১৩]

তুইও যা, আমিও তা। কিন্তু দাস যদি মনিবের কাছে সেধে বসতে যায়, মনিব রাগ করবে না?”

[*আদ্যাশক্তি ও অবতারলীলা ও ঈশান* **-- What is Maya?**
বেদ, পুরাণ, তন্ত্রের সমন্বয়]

“অবতারলীলা -- এ-সব চিচ্ছক্তির ঐশ্বর্য। যিনিই ব্রহ্ম, তিনিই আবার রাম, কৃষ্ণ, শিব।”

ঈশান -- হরি, হর এক ধাতু কেবল প্রত্যয়ের ভেদ। (সকলের হাস্য)

শ্রীরামকৃষ্ণ -- হাঁ, এক বই দুই কিছু নাই। বেদেতে বলেছে, ওঁ সচ্চিদানন্দঃ ব্রহ্ম, পুরাণে বলেছে, ওঁ সচ্চিদানন্দঃ কৃষ্ণঃ, আবার তন্ত্রে বলেছে, ওঁ সচ্চিদানন্দঃ শিবঃ।

“সেই চিচ্ছক্তি, মহামায়ারূপে সব অজ্ঞান করে রেখেছে। অধ্যাত্মরামায়ণে আছে, রামকে দর্শন করে যত ঋষিরা কেবল এই কথাই বলছে, হে রাম, তোমার ভুবনমোহিনী মায়ায় মুগ্ধ করো না!”[৩]

ঈশান -- এ মায়াটা কি?

শ্রীরামকৃষ্ণ -- যা কিছু দেখছ, শুনছ, চিন্তা করছ -- সবই মায়া। এককথায় বলতে গেলে, কামিনী-কাঞ্চনই মায়ার আবরণ।

“পান খাওয়া, মাছ খাওয়া, তামাক খাওয়া, তেল মাখা -- এ-সব তাতে দোষ নাই। এ-সব শুধু ত্যাগ করলে কি হবে? কামিনী-কাঞ্চন ত্যাগই দরকার। সেই ত্যাগই ত্যাগ! গৃহীরা মাঝে মাঝে নির্জনে গিয়ে সাধন-ভজন করে, ভক্তিলাভ করে মনে ত্যাগ করবে। সন্ন্যাসীরা বাহিরে ত্যাগ, মনে ত্যাগ -- দুই-ই করবে।”

[**Keshab Chandra Sen and Renunciation** -- *নববিধান ও নিরাকারবাদ* **-- Dogmatism**]

“কেশব সেনকে বলেছিলাম, যে-ঘরে জলের জালা আর আচার, তেঁতুল, সেই ঘরে বিকারী রোগী থাকলে কেমন করে হয়? মাঝে মাঝে নির্জনে থাকতে হয়।”

একজন ভক্ত -- মহাশয়, নববিধান কিরকম, যেন ডাল-খিচুড়ির মতো।

শ্রীরামকৃষ্ণ -- কেউ কেউ বলে আধুনিক। আমি ভাবি, ব্রহ্মজ্ঞানীর ঈশ্বর কি আর-একটা ইশ্বর? বলে নববিধান, নূতন বিধান; তা হবে! যেমন ছটা দর্শন আছে, ষড়্ দর্শন, তেমনি আর-একটা কিছু হবে।

“তবে নিরাকারবাদীদের ভুল কি জানো? ভুল এই -- তারা বলে, তিনি নিরাকার আর সব মত ভুল।

---

[৩] অজ্ঞানেনাবৃতং জ্ঞানং তেন মুহ্যন্তি জন্তবঃ। [গীতা, ৫।১৫]
দৈবী হ্যেষা গুণময়ি মম মায়া দুরত্যয়া।
মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে ॥ [গীতা, ৭।১৪]

"আমি জানি, তিনি সাকার, নিরাকার দুই-ই, আরো কত কি হতে পারেন। তিনি সবই হতে পারেন।"[৪]

[*God in the 'Untouchables'*]

(ঈশানের প্রতি) -- সেই চিচ্ছক্তি, সেই মহামায়া চতুর্বিংশতি তত্ত্ব[৫] হয়ে রয়েছেন। আমি ধ্যান করছিলাম; ধ্যান করতে করতে মন চলে গেল রস্‌কের বাড়ি! রস্‌কে ম্যাথর। মনকে বললুম, থাক শালা ওইখানে থাক। মা দেখিয়া দিলেন, ওর বাড়ির লোকজন সব বেড়াচ্ছে খোল মাত্র, ভিতরে সেই এক কুলকুণ্ডলিনী, এক ষট্‌চক্র!

"সেই আদ্যাশক্তি মেয়ে না পুরুষ? আমি ও-দেশে দেখলাম, লাহাদের বাড়িতে কালীপূজা হচ্ছে। মার গলায় পৈতে দিয়েছে। একজন জিজ্ঞাসা করলে, মার গলায় পৈতে কেন? যার বাড়ির ঠাকুর, তাকে সে বললে, ভাই! তুই মাকে ঠিক চিনেছিস, কিন্তু আমি কিছু জানি না, মা পুরুষ কি মেয়ে।[৬]

"এইরকম আছে যে, সেই মহামায়া শিবকে টপ্‌ করে খেয়ে ফেলেন। মার ভিতরে ষট্‌চক্রের জ্ঞান হলে শিব মার ঊরু দিয়ে বেরিয়া এলেন। তখন শিব তন্ত্রের সৃষ্টি করলেন।

"সেই চিচ্ছক্তির, সেই মহামায়ার শরণাগত হতে হয়।"

ঈশান -- আপনি কৃপা করুন।

[*ঈশানকে শিক্ষা, "ডুব দাও" -- গুরুর কি প্রয়োজন? ব্রাহ্মণ পণ্ডিত, শাস্ত্র ও ঈশান -- Mere Book-Learning*]

শ্রীরামকৃষ্ণ -- সরলভাবে বল, হে ঈশ্বর, দেখা দাও, আর কাঁদ; আর বল, হে ঈশ্বর, কামিনী-কাঞ্চন থেকে মন তফাত কর!

"আর ডুব দাও। উপর উপর ভাসলে বা সাঁতার দিলে কি রত্ন পাওয়া যায়? ডুব দিতে হয়।

"গুরুর কাছে সন্ধান নিতে হয়। একজন বাণলিঙ্গ শিব খুঁজতে ছিল। কেউ আবার বলে দেয়, অমুক নদীর ধারে যাও, সেখানে একটি গাছ দেখবে, সেই গাছের কাছে একটি ঘূর্ণি জল আছে, সেইখানে ডুব মারতে হবে, তবে বাণলিঙ্গ শিব পাওয়া যাবে। তাই গুরুর কাছে সন্ধান জেনে নিতে হয়।"

ঈশান -- আজ্ঞা হাঁ।

---

[৪] নান্তোঽস্তি মম দিব্যানাং বিভূতীনাং পরন্তপ। [গীতা, ১০।৪০]

[৫] মহাভূতান্যহঙ্কারো বুদ্ধিরব্যক্তমেব চ।
ইন্দ্রিয়াণি দশৈকঞ্চ পঞ্চ চেন্দ্রিয়গোচরাঃ ॥ [গীতা, ১৩।৬]

[৬] তদ্বা এতদক্ষরং গার্গ্যদৃষ্টং দ্রষ্ট্রশ্রুতং শ্রোত্রমতং মন্ত্রবিজ্ঞাতং
বিজ্ঞাতৃ নান্যদতোঽস্তি দ্রষ্টৃ নান্যদতোঽস্তি শ্রোতৃ নান্যদতোঽস্তি
মন্তৃ নান্যদতোঽস্তি বিজ্ঞাতৃ....॥ [বৃহদারণ্যকোপনিষদ্‌ ৩।৮।১১]

শ্রীরামকৃষ্ণ -- সচ্চিদানন্দই[৭] গুরুরূপে আসেন। মানুষ গুরুর কাছে যদি কেউ দীক্ষা লয়, তাঁকে মানুষ ভাবলে কিছু হবে না। তাঁকে সাক্ষাৎ ঈশ্বর ভাবতে হয়, তবে তো মন্ত্রে বিশ্বাস হবে? বিশ্বাস হলেই সব হয়ে গেল! শূদ্র (একলব্য) মাটির দ্রোণ তৈয়ার করে বনেতে বাণশিক্ষা করেছিল। মাটির দ্রোণকে পূজা করত, সাক্ষাৎ দ্রোণাচার্য জ্ঞানে; তাইতেই বাণশিক্ষায় সিদ্ধ হল।

"আর তুমি ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদের নিয়ে বেশি মাখামাখি করো না। ওদের চিন্তা দুপয়সা পাবার জন্য!

"আমি দেখেছি, ব্রাহ্মণ স্বস্ত্যয়ন করতে এসেছে, চণ্ডীপাঠ কি আর কিছু পাঠ করেছে। তা দেখেছি অর্ধেক পাতা উল্টে যাবে। (সকলের হাস্য)

"নিজের বধের জন্য একটি নরুনেই হয়। পরকে মারতেই ঢাল-তরোয়াল -- শাস্ত্রাদি।

"নানা শাস্ত্রেরও কিছু প্রয়োজন নাই[৮]। যদি বিবেক না থাকে, শুধু পাণ্ডিত্যে কিছু হয় না। ষট্‌শাস্ত্র পড়লেও কিছু হয় না। নির্জনে গোপনে কেঁদে কেঁদে তাঁকে ডাক, তিনিই সব করে দেবেন।"

[*গোপনে সাধন -- শুচিবাই ও ঈশান*]

ঈশান ভাটপাড়ায় পুরশ্চরণ করিবার জন্য গঙ্গাকূলে আটচালা বাঁধিতেছিলেন, এই কথা ঠাকুর শুনিয়াছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (ব্যস্ত হইয়া ঈশানের প্রতি) -- হ্যাঁগা, ঘর কি তৈয়ার হয়েছে? কি জানো, ও-সব কাজ লোকের খপরে যত না আসে ততই ভাল। যারা সত্ত্বগুণী, তারা ধ্যান করে মনে, কোণে, বনে, কখনও মশারির ভিতর ধ্যান করে!

হাজরা মহাশয়কে ঈশান মাঝে মাঝে ভাটপাড়ায় লইয়া যান। হাজরা মহাশয় শুচিবায়ের ন্যায় আচার করেন। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁহাকে ওরূপ করিতে বারণ করিয়াছিলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ (ঈশানের প্রতি) -- আর দেখ, বেশি আচার করো না। একজন সাধুর বড় জলতৃষ্ণা পেয়েছে, ভিস্তি জল নিয়ে যাচ্ছিল, সাধুকে জল দিতে চাইলে। সাধু বললে, তোমার ডোল[৯] (চামড়ার মোশক) কি পরিষ্কার? ভিস্তি বললে। মহারাজ, আমার ডোল খুব পরিষ্কার, কিন্তু তোমার ডোলের ভিতর মলমূত্র অনেকরকম ময়লা আছে। তাই বলছি, আমার ডোল থেকে খাও, এতে দোষ হবে না। তোমার ডোল অর্থাৎ তোমার দেহ, তোমার পেট!

"আর তাঁর নামে বিশ্বাস কর। তাহলে আর তীর্থাদিরও প্রয়োজন হবে না।"

এই বলিয়া ঠাকুর ভাবে বিভোর হইয়া গান গাইতেছেন:

---

[৭] "পিতাহসি লোকস্য চরাচরস্য, ত্বমস্য পূজ্যশ্চ গুরুর্গরীয়ান্‌।" [গীতা, ১১।৪৩]

[৮] উত্তমা তত্ত্বচিন্তৈব মধ্যমং শাস্ত্রচিন্তনম্‌।
অধমা মন্ত্রচিন্তা চ তীর্থভ্রান্ত্যধমাধমা। [মৈত্রেয়্যপনিষদ্‌, ২।১২]

[৯] নবদ্বারমলস্রাবং সদাকালে স্বভাবজম্‌।
দুর্গন্ধং দুর্মলোপেতং স্পৃষ্ট্বা স্নানংবিধীয়তে। [মৈত্রেয়্যপনিষদ্‌, ২।৬]

[*সিদ্ধাবস্থায় কর্মত্যাগ*]

গয়া গঙ্গা প্রভাসাদি কাশী কাঞ্চী কেবা চায়।
কালী কালী কালী বলে অজপা যদি ফুরায় ৷৷
ত্রিসন্ধ্যা যে বলে কালী, পূজা সন্ধ্যা সে কি চায়।
সন্ধ্যা তার সন্ধানে ফেরে, কভু সন্দি নাহি পায় ৷৷
দয়া ব্রত দান আদি, আর কিছু নাহি মনে লয়।
মদনেরি যাগযজ্ঞ -- ব্রহ্মময়ীর রাঙা পায় ৷৷
কালীনামের এত গুণ কেবা জানতে পারে তায়।
দেবাদিদেব মহাদেব, যাঁর পঞ্চমুখে গুণ গায় ৷৷

ঈশান সব শুনিয়া চুপ করিয়া আছেন।

[*ঈশানকে শিক্ষা; বালকের ন্যায় বিশ্বাস -- জনকের ন্যায় আগে সাধন, তবে সংসারে ঈশ্বরলাভ*]

শ্রীরামকৃষ্ণ (ঈশানের প্রতি) -- আর কিছু খোঁচ মোচ (সন্দেহ) থাকে জিজ্ঞাসা কর!

ঈশান -- আজ্ঞা, যা বলছিলেন, বিশ্বাস।

শ্রীরামকৃষ্ণ -- ঠিক বিশ্বাসের দ্বারাই তাঁকে লাভ করা যায়। আর, সব বিশ্বাস করলে আরও শীঘ্র হয়। গাভী যদি বেছে বেছে খায়, তাহলে দুধ কম দেয়; সবরকম গাছ খেলে সে হুড়হুড় করে দুধ দেয়।

“রাজকৃষ্ণ বাঁড়ুজ্জের ছেলে গল্প করেছিল যে একজনের প্রতি আদেশ হল, দেখ্, এই ভেড়াতেই তোর ইষ্ট দেখিস। সে তাই বিশ্বাস করলে। সর্বভূতে যে তিনিই আছেন।

“গুরু ভক্তকে বলে দিছিলেন যে, ‘রামই ঘট্ ঘটমে লেটা।’ ভক্তের অমনি বিশ্বাস। যখন একটা কুকুর রুটি মুখে করে পালাচ্ছে, তখন ভক্ত ঘিয়ের ভাঁড় হাতে করে পিছু পিছু দৌড়াচ্ছে আর বলছে, ‘রাম একটু দাঁড়াও, রুটিতে ঘি মাখানো হয় নাই।’

“আচ্ছা, কৃষ্ণকিশোরের কি বিশ্বাস! বলত ‘ওঁ কৃষ্ণ! ওঁ রাম! এই মন্ত্র উচ্চারণ করলে কোটি সন্ধ্যার ফল হয়!’

“আবার আমাকে কৃষ্ণকিশোর চুপিচুপি বলত, ‘বলো না কারুকে, আমার সন্ধ্যা-টন্ধ্যা ভাল লাগে না!’

“আমারও ওইরকম হয়! মা দেখিয়ে দেন যে, তিনিই সব হয়ে রয়েছেন। বাহ্যের পর ঝাউতলা থেকে আসছি, পঞ্চবটীর দিকে, দেখি, সঙ্গে একটি কুকুর আসছে, তখন পঞ্চবটীর কাছে একবার দাঁড়াই, মনে করি, মা যদি একে দিয়ে কিছু বলান!

"তাই তুমি যা বললে; বিশ্বাসে[১০] সব মিলে।"

[*The difficult Problem of the Householder and the Lord's Grace*]

ঈশান -- আমরা কিন্তু গৃহে রয়েছি।

শ্রীরামকৃষ্ণ -- তা হলেই বা, তাঁর কৃপা[১১] হলে অসম্ভব সম্ভব হয়। রামপ্রসাদ গান গেয়েছিল, "এই সংসার ধোঁকার টাটি।ঞ্চঞ্চ তাঁকে একজন উত্তর দিছিল আর-একটি গানের ছলে:

এই সংসার মজার কুটি, আমি খাই দাই আর মজা লুটি
জনক মহাতেজা তার বা কিসে ছিল ত্রূটি।
সে যে এদিক ওদিক দুদিক রেখে, খেয়েছিল দুধের বাটি।

"কিন্তু আগে নির্জনে গোপনে সাধন-ভজন করে, ঈশ্বলাভ করে সংসারে থাকলে, 'জনক রাজা' হওয়া যায়। তা না হলে কেমন করে হবে?

"দেখ না, কার্তিক, গণেশ, লক্ষ্মী, সরস্বতী সবই রয়েছে, কিন্তু শিব কখনও সমাধিস্থ, কখনও রাম রাম করে নৃত্য করছেন!"

---

[১০] সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বাং সর্ব পাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ ॥ [গীতা, ১৮।৬৬]

[১১] With man it is impossible, but nothing is impossible with the Lord -- Christ.